দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১৮

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ঢ়) 'বহুরূপী মনিষীগণ'

[ভূতের রাজার কাছ থেকে পাওয়া যাদুর চটি পায়ে দিয়ে গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েন যেখানে খুশী চলে যেতে পারতেন। তাঁরা চলে যেতে পারতেন মরুতে কিংবা মেরুতে, অথবা পাহাড়ের দেশে কিংবা সমতল ভূ-খন্ডে। ভূবনজুড়ে এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তাঁরা দু'জন পৌঁছে গেলেন উত্তর কোরিয়ার হ্যাম্‌হিউং শহরে। তখন চলছিলো কোরীয়ার যুদ্ধ। ওদিকে গুপী গায়েন আর বাঘা বায়েন গিয়ে পড়লেন একেবারে ভীষণ ব্যস্ত এক রাজপথের ততোধিক ব্যস্ত এক ফুটপাতে। সেই ফুটপাত দিয়ে সেই মুহূর্তে অগণিত মানুষের ঢল নেমেছিলো। আসলে সেটি ছিলো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক শান্তি-মিছিল। মানুষের ধাক্কাতে গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েনের প্রাণ যখন প্রায় ওষ্ঠাগত, তখন তাঁরা তাঁদের সেই চিরাচরিত ছান্দসিক রীতিতে বাক্য-বিনিময় শুরু করলেন।]

গুপী গায়েনঃ বাঘা'দা বাঘা'দা, একোন্ রাজ্যে হাজির হলাম, বলোতো?
আগেও বলেছি, এবার আমার কথাটি সঠিক হলোতো?
বাঘা বায়েনঃ কি ছাতা বলেছো মনে নেই আর,
এখন একটু বলোতো আবার!
গুপী গায়েনঃ কেন? ভুলে গেলে, বলিনি তোমায়, এদেশের লোক পাগল সকলে?
মানুষের ভীড়ে চ্যাপ্টা হোয়েই মরবো এবার ভ্রমণ-ধকলে!!
ছোটো চোখ আর বোঁচা নাকওয়ালা এই চীনেগুলো ছুট্‌ছে কোথায়?
বাঘা বায়েনঃ নিশ্চিত আমি আশেপাশে কোনো তীর্থকেন্দ্র রয়েছে হেথায়।
লক্ষ্য করেছো, অনেকের-ই কাছে রয়েছে স্বর্ণমূর্তি?
হবে আজ কোনো চীনে মনিষীর জন্ম-বর্ষপূর্তি।
গুপী গায়েনঃ মনিষী না ছাই! ওসব মূর্তি গৌতম বুদ্ধের~
আমার ধারণা, মানুষ চাইছে অবসান যুদ্ধের,
তাই তো সকলে মূর্তি-বগলে ছুট্‌ছে অমন ক'রে
ক্ষতি নেই যদি শান্তি-মিছিলে চাপা পড়ে কেউ মরে!

[ঠিক সেই মুহূর্তে গেরুয়া বসনধারী এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভীড়ের ধাক্কায় সত্যি সত্যিই মাটিতে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লেন। বেচারা সেই ভিক্ষুর হাত থেকে একটি বুদ্ধমূর্তি ছিট্‌কে বাঘা বায়েনের পায়ের কাছে এসে পড়লো। বাঘা বায়েন ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হোয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেও গুপী গায়েন তৎক্ষণাৎ সেই মূর্তিটি হাতে তুলে নিলেন। তারপর তিনি আগের মতই আবার শ্লোক পাঠ করতে আরম্ভ করলেন।]

গুপী গায়েনঃ দেখে তো দিব্যি মনে হচ্ছে গো এটা বুদ্ধের-ই মূর্তি
বাঘা বায়েনঃ বোকা কোথাকার, তোমার মাথায় রয়েছে গোবর ভর্তি!
জ্ঞানী বুদ্ধের চেহারা এমন চীনেদের মত ছিলো না!
গুপী গায়েনঃ তোমার যুক্তি ধোপে টিকবে না, তাই ও কথাটি বোলো না।
কেন? মনে নেই, সেবার যখন আমরা দু'জনে বিলেত গেলাম,
নীল চোখ আর সোনালী চুলের যীশুর ছবিটা কুড়িয়ে পেলাম?
বাঘা বায়েনঃ (করজোড়ে হাসতে হাসতে)
তোমার কথাটা বুঝতে পেরেছি, হার মানলাম গুপী,
মানুষ-ই বানায় মনিষীগণকে দেশে দেশে বহুরূপী!

(বাস্তবতার তুলিতে আঁকা জীবনের কল্পিত ছবি)

(য়) 'এ রিয়্যাল হ্যাপি বার্থ ডে'

[একদিন দুপুরবেলা ছোট্টো একটা ফুটফুটে মেয়ে ক্যাম্প্‌বেলটাউন শহরের বিপণী এলাকায় অবস্থিত এক ব্যস্ত রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলো। বাংলাদেশী অভিবাসী জনাব সেলিম রেজা (যিনি বন্ধুমহলে 'সলিমুদ্দি' নামে পরিচিত) একটু অবাক-ই হলেন মেয়েটাকে দেখে। খুব বেশী হলে বছর আটেক বয়স হবে মেয়েটার। এত কম বয়সে চেহারার লাবণ্য সেভাবে প্রকাশ পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু এই মেয়েটা ছিলো এক ব্যতিক্রম।

সলিমুদ্দি কদাচিত ধূমপান করলেও পকেটে তাঁর সব সময়ই এক প্যাকেট সিগারেট থাকতো। অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে কখন যেন একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেল্‌লেন তিনি। সিগারেটের ধোঁয়া একটু একটু ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সেই বাচ্চা মেয়েটা হঠাৎ কাশতে শুরু করলো। যেহেতু মেয়েটা ইংরেজীভাষী, সেইহেতু সলিমুদ্দির সংগে তার নিম্নোক্ত কথোপকথনে ইচ্ছাকৃতভাবেই কিছু ইংরেজী শব্দ রাখা হলো কৌশলগত কারণে।]

ছোট্টো মেয়েটিঃ (কাশতে কাশতে সলিমুদ্দির উদ্দেশ্যে) প্লীজ তুমি এভাবে চারিদিকে ধোঁয়া ছড়িয়ো না তো! সিগারেটের ধোঁয়া আমি সহ্য করতে পারি না।
সলিমুদ্দিঃ (ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে) সরি, আমি এক্ষুণি সিগারেটটা ফেলে দিচ্ছি। এই যে, দ্যাখো, আমি সত্যিই ওটা ফেলে দিলাম।
[সলিমুদ্দি আধা-খাওয়া সিগারেটটা পাশের এক আবর্জনা-পাত্রে নিক্ষেপ করলেন। মেয়েটি তখনও কাশছিলো।]
ছোট্টো মেয়েটিঃ ধন্যবাদ। (একটু দুষ্টু হেসে) এইবার তুমি কি একটু কষ্ট ক'রে বাতাসে ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়াটুকু শুষে নিতে পারবে?
সলিমুদ্দিঃ না মণি, এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ধোঁয়া আপনাআপনিই দূর হোয়ে যাবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।
ছোট্টো মেয়েটিঃ আমি তা জানি। কিছু মনে কোরো না, এমনি একটু মজা করলাম তোমার সাথে।
সলিমুদ্দিঃ বেশ করেছো।..... আচ্ছা, তুমি এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কি করছো?

ছোট্টো মেয়েটিঃ আমি আসলে আমার মা আর ছোটো ভাইটার জন্য অপেক্ষা করছি। ওরা গেছে ঐ দোকানটায়।

সলিমুদ্দিঃ ওখানে কি জিনিস কিনতে গেছে তারা?

ছোট্টো মেয়েটিঃ কোনোকিছু কিনতে যায়নি। ওটা একটা বন্ধকী দোকান। আমার মা আমাদের টেলিভিশনটা বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা আনতে গেছে।

সলিমুদ্দিঃ তো তুমি যাওনি ওদের সংগে?

ছোট্টো মেয়েটিঃ আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানেও একজন স্মোক্ করছিলো। তাই আমি বেরিয়ে এসেছি। (সামান্য বিরতির পর) কেউ স্মোক্ করলে আমার ভালো লাগে না।

সলিমুদ্দিঃ সত্যিই তো! ভালো না লাগার-ই তো কথা।

ছোট্টো মেয়েটিঃ তুমিও তো স্মোক্ করো। এখন যে আবার একথা বলছো?

সলিমুদ্দিঃ ভুল হোয়ে গেছে, কিছু মনে কোরো না। সত্যি কথাটা হলো, আমি তেমন স্মোক্ করি না।

ছোট্টো মেয়েটিঃ ঠিক আছে। কিছু মনে করিনি। আসলে স্মোক্ করার চেয়ে আইস্ক্রীম কিনে খাওয়া অনেক ভালো। তার চেয়ে ভালো হচ্ছে, বার্গার খাওয়া। আরও ভালো হলোঃ পিয়ার্স খাওয়া। সবচেয়ে ভালো পাকা কলা খাওয়া। কলাতে অনেক ভিটামিন ও পুষ্টি থাকে।

[সলিমুদ্দি মেয়েটার কথা বলার ভংগীতে বেশ চমৎকৃত হলেন।]

সলিমুদ্দিঃ আর কি কি খেতে তোমার ভালো লাগে?

ছোট্টো মেয়েটিঃ সব খাবার-ই আমার ভালো লাগে।

সলিমুদ্দিঃ রাইস্ আর কারী কি তুমি পছন্দ করো?

ছোট্টো মেয়েটিঃ (ঘাড় কাত ক'রে) হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা--। আমরা তো প্রায়ই ইন্ডিয়ান রেস্টোর‍্যান্টে যাই রাইস্ আর হট্ কারী খেতে। হট্ কারী আমার খুব পছন্দ। নান্ব্রেড্ আমার আরও ভালো লাগে।

[সলিমুদ্দির কেন যেন মনে হলো যে, মেয়েটা আসলে খুব ক্ষুধার্ত। কারণ মানুষ সাধারণতঃ খুব ক্ষুধার্ত থাকলেই এভাবে সব খাবার খেতে ভালো লাগার কথা বলে। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি ছোট্টো মেয়েটিকে আরও কিছু প্রশ্ন করলেন।]

সলিমুদ্দিঃ আচ্ছা, তুমি কি কখনও দুধ দিয়ে ভাত খেয়ে দেখেছো? তার সংগে পাকা আম কিংবা পাকা কলা, আর সামান্য গুড়?

ছোট্টো মেয়েটিঃ গুড় কি জিনিস?

সলিমুদ্দিঃ গুড় হচ্ছে এক ধরণের খুব গাঢ় ব্রাউন শুগার।

ছোট্টো মেয়েটিঃ তুমি যে খাবারগুলোর কথা বললে, সেগুলো আমি আসলে কখনও একসাথে খেয়ে দেখিনি। তবে আমি নিশ্চিত যে, খুব-ই ইয়ামী লাগবে এই ডিশ্টা খেতে।

[এমনিতে সলিমুদ্দি বেশ ভালো মানুষ হলেও একটু রসিক ধরণের ছিলেন। তাঁর রসিকতা অনেক সময় বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যেতো। তবে এক্ষেত্রে তিনি একটু সাবধান হলেন। হাজার হলেও বাচ্চা একটা মেয়ে! খাবার-সংক্রান্ত তাঁর সর্বশেষ প্রশ্নটি তিনি ছোট্টো মেয়েটির দিকে ছুঁড়লেন।]

সলিমুদ্দিঃ আমাদের বাংলাদেশে 'পান্তাভাত' নামের একটা খাবার পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে পানি-মেশানো বাসী ভাত। এই খাবারটা লবণ, মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে মাখিয়ে খেতে হয়। পান্তাভাত আমার খুব-ই প্রিয় খাবার। তোমার কি মনে হয় যে, এটা খুব ইয়ামী খাবার?

ছোট্টো মেয়েটিঃ তোমার কথা শুনে তো ইয়ামীই মনে হচ্ছে!

[ছোট্টো মেয়েটির কথা শুনে সলিমুদ্দির খুব মায়া হলো। তিনি এবার তাঁর স্থূল ধরণের রসিকতার কারণে নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হলেন। সলিমুদ্দি আরও নিশ্চিত হলেন যে, মেয়েটা আসলেই খুব ক্ষুধার্ত। নিজের বাচ্চার জন্য কেনা কিট্‌ক্যাট্ চকোলেটের একটা প্যাকেট পকেট থেকে বের ক'রে তিনি মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। মেয়েটা নিলো না। মাথা ঝাঁকিয়ে একটু সরে গেল।]

সলিমুদ্দিঃ কি ব্যাপার, তুমি চকোলেট পছন্দ করো না?

ছোট্টো মেয়েটিঃ করি। কিন্তু আজ আমার জন্মদিন তো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ক্যাফেতে দামী লাঞ্চ খেতে যাবো। সেজন্যই তো আমার মা বন্ধকী দোকান থেকে টাকা ধার করতে গেছে। তাই এখন আর ক্ষিদেটা নষ্ট করতে চাই না।

সলিমুদ্দিঃ আজ তোমার জন্মদিন? কই এতক্ষণ বলোনি তো? হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ....

ছোট্টো মেয়েটিঃ থ্যাংক ইউ। চকোলেটটা তোমার বাচ্চাকে দিও।..... ঐ যে আমার মা ছোটো ভাইটাকে নিয়ে বন্ধকী দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। মনে হয়, টাকা পাওয়া গেছে। আমি এখন যাই? বা-বাই....!

[ছোট্টো মেয়েটি লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলো। সলিমুদ্দি হতভম্ব হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।]

(বাস্তবতার তুলিতে আঁকা জীবনের বাস্তব ছবি)

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন